ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 134 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৩৪ ● কলকাতা ● ০৪ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● ১৯ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটে ভরাডুবি, এবার শোভনদেবের বিরোধী দলনেতা পদও প্রশ্নের মুখে

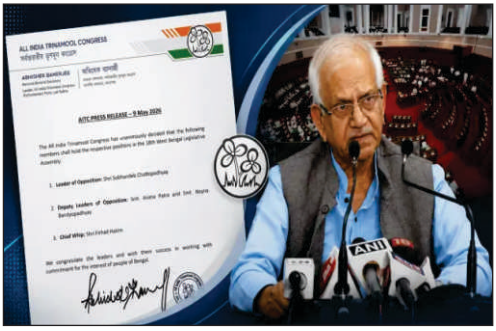

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটে ভরাডুবি। সরকার পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এখন বিরোধী পক্ষ। কিন্তু বিধানসভায় জটিলতা তারপরেও। দলের তরফে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেবের নাম ঘোষণা করার পরেও, তাঁকে সেই স্বীকৃতি দিচ্ছে না বিধানসভা। তেমনটাই অভিযোগ বালিগঞ্জের বিধায়কের। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি জানান, এবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা বা পরিষদীয় দলনেতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাবেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গেই তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমরা দলের নেতাদের সই দেব কেন? আমরা রেগুলেশনের আউটকাম দিতে পারি। আমি যতদূর জানি, ২০১১,১৬-২১, কখনওই দলের রেগুলেশন চাওয়া হয়নি। তবে আমার আরটিআই-এর কোনও জবাবও দেয়নি এখনও।' অভিষেকের নামের লেটারহেডে চিঠি লিখেই বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার নাম জানানো হয়। কিন্তু টালবাহানা সেখানেই। ওই চিঠির ভিত্তিতে হবে না সিদ্ধান্ত, নাকচ করে দেওয়া হয় অভিষেকের দেওয়া চিঠি। বিরোধী দলনেতার ঘরও বিধানসভায় দেওয়া হয়নি, অভিযোগ তেমনটাই।

একদিকে বিধানসভার সচিবালয়ের দাবি, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক চিঠি দিয়ে বিরোধী দলনেতার নাম জানাতে পারেন না। তখনই আবার শোভনদেবের দাবি, দল রেগুলেশন জমা দেবে, তেমনটা নিয়মে নেই।

আজকাল ডট ইন এই বিষয়ে শোভনদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, '১৩ মে, স্পিকার নির্বাচনের আগেই চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল, কে তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা হবেন। সেই চিঠিকে বলছে গ্রাহ্যনীয় নয়। বলা হচ্ছে দলের রেগুলেশন লাগবে। দলের নেতাদের সই লাগবে। আমি আজকেই আরটিআই করেছি। ২০১১, ১৬ এবং সালে কীভাবে হয়েছে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন, আরটিআই করে জানতে চেয়েছি।'

পর্ব 293

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এরকম কোন পুরুষ স্ত্রী হতে পারে কি? ইনি কি বলছেন, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। ভাগু বড় মানে কি বড়? স্ত্রী হয়ে যা মানে কি? মা হয়ে যা মানে কি? মাতৃত্বের ভাবনা জাগা মানে কি? তিনি কি বলছেন, তা বোঝা যাচ্ছিল না। তাঁর সান্নিধ্যে এটা আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে তিনি মজা করছেন না। এটা জেনে আমি আরও গম্ভীর হয়ে গেলাম।

ক্রমশঃ

সুবর্ণরেখা থেকে অবৈধ বালি তোলার অভিযোগে সরব গ্রামবাসীরা, পঞ্চায়েত মন্ত্রী সহ একাধিক সরকারি দপ্তরের দ্বারস্থ এলাকাবাসী

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

সুবর্ণরেখা নদী থেকে দীর্ঘদিন ধরে চলা অবৈধ বালি তোলা ও পাচারকে কেন্দ্র করে ক্রমেই বাড়ছে ক্ষোভ। নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ভাঙনের আশঙ্কা, চোরাবালির আতঙ্ক এবং বেহাল রাস্তার সমস্যায় জর্জরিত গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পেটবিন্ধি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ এবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন। অবিলম্বে বালি তোলা বন্ধ করে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার কুলিয়ানায় নিজের গ্রামবাড়িতে এলে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের হাতে অভিযোগপত্র তুলে দেন মহাপাল, শালবনি, ভক্তাপাট ও দক্ষিণসাহী গ্রামের বাসিন্দারা। সোমবার একই অভিযোগ জমা পড়ে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কাছেও। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত প্রায় ১৫ বছর ধরে সুবর্ণরেখা নদী থেকে যন্ত্রের সাহায্যে দিনরাত বালি তোলা হচ্ছে। পরে ট্রাক বোঝাই করে সেই বালি বিভিন্ন এলাকায় পাচার করা হয়। এর ফলে নদীর বুক জুড়ে একাধিক গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, বর্ষার সময় বড়সড় নদীভাঙনের কবলে পড়তে পারে নদীপাড়ের একাধিক গ্রাম।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, বালি বোঝাই ভারী ট্রাকের লাগাতার যাতায়াতে এলাকার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। স্কুল পড়ুয়া, রোগী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতে নিত্যদিন সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। চাষের জমিতেও এর প্রভাব পড়ছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা অভিযোগপত্রে ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবরের একটি ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। তাঁদের দাবি, দক্ষিণ জঙ্গল থেকে উত্তর জঙ্গলে যাওয়ার সময় ভট্ট গোপালপুর নদীঘাট এলাকায় গভীর গর্তে পড়ে একটি শাবক হাতির মৃত্যু হয়। আগে গ্রামের মানুষ নদীতে গরু-মহিষ নিয়ে গিয়ে জল খাওয়াতেন ও স্নান করাতেন। বর্তমানে চোরাবালি ও গভীর গর্তের কারণে সেই কাজও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মহাপাল মৌজা নম্বর ২৬৯, শালবনি মৌজা নম্বর ২৭৬ এবং জাহানপুর মৌজা নম্বর ২৭৭ এলাকায় অবিলম্বে অবৈধ বালি তোলা ও পাচার বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি নদী ও গ্রামীণ রাস্তা রক্ষায় প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিও জানানো হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুবীর বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

এফআইআর হতেই কলকাতা হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়! আগাম জামিন চেয়ে আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা ভোটের পরে ফের হাইভোল্টেজ আইনি লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্ট । এবার সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর বিরুদ্ধে সম্প্রতি বিধাননগরে সাইবার ক্রাইম থানায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে।রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে ক্ষমতার সমীকরণ বদলানোর পর থেকেই তৃণমূল শিবিরের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে পুরনো ও নতুন মামলার ফাইল খোলা হচ্ছে। তবে এবার সরাসরি অভিষেকের বিরুদ্ধে সাইবার থানায় এফআইআর এবং আগাম জামিনের আবেদনের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে বঙ্গ রাজনীতি ও আইনি অলিন্দে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এখন দেখার, হাই কোর্ট এই মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনও স্বস্তি দেয় কি না।সেই এফআইআরের ভিত্তিতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েই সোমবার হাইকোর্টের কড়া নাড়লেন ডায়মন্ড হারবারের বিদায়ী সাংসদ।

তৃণমূল শিবিরের স্পষ্ট অভিযোগ, নতুন সরকারের

এরপর ৩ পাতায়

ফালাকাটায় আর্থিক সঙ্কটে থমকে পুর পরিষেবা,বিপাকে নাগরিক ও ঠিকা শ্রমিকরা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

রাজ্যে প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর থেকেই আর্থিক সঙ্কটে ভুগছে ফালাকাটা পুরসভা। অর্থাভাবে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুর পরিষেবা কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জঞ্জাল পরিষ্কার, ড্রেন সাফাই, মশা দমনের স্প্রে এবং বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার মতো

প্রয়োজনীয় কাজগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন শহরবাসী। সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন পুরসভার অধীনে কর্মরত ঠিকা শ্রমিকরা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মার্চ মাস থেকে রাজ্য সরকারের তরফে কোনও আর্থিক বরাদ্দ মেলেনি। পাশাপাশি নতুন রাজ্য সরকার অতিরিক্ত কোনও খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হবে না বলেও পুরসভাকে জানানো হয়েছে।

এরপর ৬ পাতায়

চন্দ্রনাথ রথ খুনে নয়া মোড়, দিল্লির যুবকের যোগ পেল সিবিআই, তদন্তে কী মিলল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চন্দ্রনাথ রথ খুনের তদন্ত যত এগোচ্ছে তত চাঞ্চল্যকর তথ্যপ্রমাণ হাতে পাচ্ছে সিবিআই। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের জেরা করেই বিপুল পরিমাণ টাকার বরাত-সহ নানা তথ্য আগেই হাতে পেয়েছিল তদন্তকারীরা। শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত-সহায়ক ছিলেন চন্দ্রনাথ রথ। যাঁকে পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছে।তদন্তকারীরা এসব তথ্য হাতে পেয়ে বুঝতে পারেন, পঙ্কজ এই অপারেশনে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু তার ভূমিকা ঠিক কী ছিল সেটা এখনও জানা যায়নি। সিসি ক্যামেরার ফুটেজেও তার ছবি ধরা পড়েনি। সিবিআইয়ের টিম দিল্লিতে পঙ্কজের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখানে গিয়ে অফিসাররা দেখেন ঘর তালা বন্ধ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সিবিআইয়ের অফিসাররা জানতে পারেন, পুরো পরিবারই এলাকা ছেড়েছে ঘটনার আগেই। এমনকী পঙ্কজের মোবাইলও সুইচ অফ। এবার তদন্তকারীরা নিশ্চিত এই যুবক রাজের কথা মতোই অপারেশনে এসেছিল। পলাতক পঙ্কজ অস্ত্র নিয়ে এসেছিল। তাকে এলাকা গার্ড করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।এই ঘটনায় রাজ্য-রাজনীতিতে তুমুল আলোড়ন পড়ে যায়। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল চন্দ্রনাথকে। তার জন্য ভিন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল শার্প শুটার বলেই তদন্তে উঠে এসেছে। ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে এদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এবার দিল্লির বাসিন্দা এক যুবকের নাম উঠে এল। চন্দ্রনাথ খুনে ধৃত উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার বাসিন্দা শার্প শুটার রাজ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বলে জানতে পেরেছে সিবিআই।

সিবিআই তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, মধ্যমগ্রামে যেদিন চন্দ্রনাথ রথকে হত্যা করা হয়েছিল সেদিন দিল্লির ওই যুবক এখানে উপস্থিত ছিল। খুনের সঙ্গে এই যুবক কেমন করে জড়িত সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে খুনের যে ছক কষা হয়েছিল তার পরিকল্পনায় এই দিল্লির যুবক ছিল বলে তদন্তকারীরা প্রমাণ পেয়েছেন। পঙ্কজ ঝা ওই অভিযুক্ত যুবকের নাম। এই হত্যাকাণ্ডের পর থেকে পলাতক সে। সে মধ্যমগ্রামে অপারেশনে এসেছিল বলে জানতে পেরেছে সিবিআই। আর তা জানতে পেরে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে ওই যুবকের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। কিন্তু তাদের খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।

এই খুনের ঘটনায় মায়াঙ্ককে দফায় দফায় জেরা করা হয়েছিল। আর তাতেই সে স্বীকার করেছিল গাড়ি পৌঁছে দিতে ১ লক্ষ টাকা পেয়েছিল। সিবিআইয়ের নজরে ঝাড়খণ্ডের আরও এক ব্যক্তি আছে। মায়াঙ্ককে জেরা করেই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে সিবিআই। ওই ব্যক্তি মায়াঙ্ককে খুনে ব্যবহার করা নিসান মাইক্রা গাড়ি বারাসাতে পৌঁছে দিতে বরাত দিয়েছিল। চন্দ্রনাথ খুনে ধৃত মায়াঙ্ক মিশ্রা, রাজ সিং ও ভিকি মৌর্য কাদের সঙ্গে ঘটনার আগে ও পরে কথা বলেছিল সেটা জানতে তাদের কল ডিটেইলস খতিয়ে দেখা হয়। সিবিআই সূত্রে খবর, রাজ সিংয়ের কল ডিটেইলস পরীক্ষা করেই তদন্তকারীদের নজরে আসে, দিল্লির বাসিন্দা পঙ্কজ ঝা নামে এক যুবকের সঙ্গে তার ঘন ঘন কথা হয়। খুনের দিনও দু'জন বারবার কথা বলেছে। পঙ্কজের নম্বরের কল ডিটেইলস বের করে তার টাওয়ার লোকেশন থেকে সিবিআইয়ের অফিসাররা জানতে পারেন, চন্দ্রনাথ রথকে খুনের দিন তার লোকেশন ছিল মধ্যমগ্রাম।

(২ পাতার পর)

এফআইআর হতেই কলকাতা হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়! আগাম জামিন চেয়ে আবেদন

জমানায় রাজ্যজুড়ে তীব্র 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' চালানো হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে বলে দাবি জোড়াফুল শিবিরের। এই পরিস্থিতিতে আদালতের জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়েই মামলা দায়ের করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীরা।

তৃণমূল সূত্রের খবর, শুক্রবার বিধাননগরে সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে এবং তার ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়। শুক্রবার বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বিরুদ্ধে এই এফআইআর দায়ের করে রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে। অভিষেকের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সেই সঙ্গে রয়েছে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগও। মোট ছয়টি ধারায় এফআইআর দায়ের হয় বলে জানা গিয়েছে। অভিষেকের আইনি দলের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে হারের পরে তৃণমূলের সেনাপতিকে হেনস্থা করতেই এই এফআইআর করা হয়েছে। এই মামলার কোনও আইনি ভিত্তি নেই। তাই আইনি রক্ষাকবচ চেয়ে তাঁরা কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।

সম্পাদকীয়

আরজি কর কাণ্ডে ফরেন্সিক তদন্তে বিরাট গাফিলতি

আরজি কর কাণ্ডে ফের সামনে এল ফরেন্সিক তদন্ত নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন। ফরেন্সিক তদন্তে বায়োলজি এক্সপার্টকে না নিয়ে শুধুমাত্র টক্সিকোলজি এক্সপার্টের ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়েই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ। ঘটনায় ফরেন্সিক টিমের বিশেষজ্ঞ দেবাশীষ সোম ও অপূর্ব বিশ্বাসের ভূমিকাও খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। তাঁদের তদন্তের আওতায় আনা ও গ্রেফতারি দাবি করা হবে বলেও জানিয়েছেন রত্না দেবনাথ।উল্লেখ্য, আর জি কর-এ ডাক্তারি ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর তদন্তে অনিয়ম হয়েছে বহু দিন আগে থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছিল।পাশাপাশি, গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল।

বিগত সরকারের তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে রত্না দেবনাথ বলেন, "প্রথম থেকেই বলে আসছি কোনও কাজই নিয়ম মেনে হয়নি। সবাই নিয়ম জানতেন কিন্তু গাফিলতি করেছেন তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। টক্সিকোলজির রিপোর্টগুলিও এক এক জায়গায় এক এক রকম। কোনও রিপোর্টের সঙ্গে অন্য রিপোর্টের মিল নেই। বায়োলজিক্যাল রিপোর্টটা তো করেইনি। যদিন মর্গে ছিলেন তিনি বলে দিয়েছেন আলাদা করে কিছু দেখাই হয়নি। "পোস্টমর্টেম নিয়েও একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন রত্না। তাঁর বক্তব্য, "আমার মেয়ের গায়ে যে ধরনের ইঞ্জুরি ছিল তাতে পোস্ট মর্টেম করতে মিনিমাম চার ঘণ্টা লাগা উচিত। সেটা এক ঘণ্টায় হয়েছে। এমনকি চালান ছাড়াই পোস্টমর্টেম করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। সব জায়গায় গাফিলতি হয়েছে।

এছাড়াও তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত পরিবারের হাতে আসল ডেথ সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়নি। তাঁর অভিযোগ, নারায়ণ স্বরূপ নিগম একটি নকল ডেথ সার্টিফিকেট তাঁদের হাতে তুলে দেন এবং জানান, "এটা আপনি কোথাও পাবেন না, প্রয়োজন হলে আমাদের কাছ থেকেই নিতে হবে।"

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(নবম পর্ব)

কশ্যপ মুনিকে বিশেষ মন্ত্র বিশেষ বা বিদ্যা আবিস্কারের কথা বলেন । হয়তো এখানে বিষের ঔষধ আবিস্কারের কথা সেই সাথেও বলা হয় । কশ্যপ মুনি এই বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তখন তাঁর মন থেকে এক দেবীর সৃষ্টি হয়। তিনটি কারনে দেবীর নাম হয় মনসা । সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী । তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি ।। মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বর ম্ । তেন যা মনসা দেবী তেন যোগেন দীব্যতি ।। আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী। (দেবীভাগবত

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আগ্নেয়অস্ত্র সহ আটক এক ব্যক্তি হরিপালে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি

হুগলী গ্রামীণ জেলা পুলিশের হরিপাল থানার কাজে এলো বড়সড় সাফল্য।

বেআইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো বন্দিপুরের সুজিত সামন্ত নামে এক ব্যক্তিকে।

জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় হরিপাল থানার পুলিশ। হরিপাল থানার বাগানবাটি এলাকা থেকে ঐ অভিযুক্তকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে দাবি, তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড কার্তুজ।ঘটনার পরই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।অভিযুক্তকে চন্দননগর আদালতে পেশ করে পুলিশ।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বিষ্ণু গেলেন শিবের কাছে। শিব শনিকে ডেকে অত্যাচার করতে বারণ করলেন। তখন শনি শিবকে তাঁর জন্য খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানের উপায় করতে বললেন। শিব শনিকে মেষ থেকে মীন রাশিচক্রে ভ্রমণ করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলায় লাগু জাতীয় শিক্ষা নীতি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জাতীয় শিক্ষা নীতির আওতায় বাংলা। রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, রাজ্যের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। আজ, সোমবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফে।নতুন করে নিয়োগ থেকে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার মানোন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন ধনধান্য অডিটোরিয়াম থেকে সেই বার্তাই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে প্রচুর সংখ্যায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পড়ুয়াদের লাগামছাড়া স্কুল ফি বৃদ্ধি, অর্থের বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিলি-সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এদিন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর। অনৈতিকভাবে ফি বৃদ্ধি নয়, পড়ুয়াদের মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে নজরদারির কথাও উঠেছে। রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধার উন্নতিতে এবার কাজ শুরু করেছে বিজেপি সরকার। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলাই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। এই চুক্তি বাংলার শিক্ষাব্যবস্থাকে চাঙ্গা করবে বলেই আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল।

মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পরেই জাতীয় শিক্ষা নীতি লাগু হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে চুক্তির পর এবার রাজ্যে পিএমশ্রী বিদ্যালয়ও! রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি স্কুলকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলাই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। সিলেবাসের বদল থেকে স্মার্ট ক্লাসরুম চালু-সহ একাধিক বিষয় সরকারি স্কুলগুলিতে চালু হচ্ছে। কেবল কলকাতা-নয় জেলা ও প্রান্তিক এলাকার সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে পড়াশোনার মান বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পরেই জাতীয় শিক্ষা নীতি লাগু হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে চুক্তির পর এবার রাজ্যে পিএমশ্রী বিদ্যালয়ও! রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি স্কুলকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

তৃণমূল জমানায় রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা তলাতিতে চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ। বহু স্কুল বন্ধ হওয়ার মুখে! অনেক স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা ক্রমে কমছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে তৃণমূল জমানায় রাজ্যের পড়ুয়াদের উপর প্রভাব পড়েছে, এমনই দাবি শিক্ষা মহলের। স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। ক্ষমতায় আসার পরেই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজেপি সরকার ঢেলে সাজানোর বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু।

প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ এই মামলায় সবপক্ষকে নোটিস জারি করল। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, অগাস্টের তৃতীয় সপ্তাহেই হবে এই মামলার শুনানি।মে-জুন ২০২৩, প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। ২২ জুলাই ২০২৩, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা ফেরায় সুপ্রিম কোর্ট। তারপর, ১২ নভেম্বর, ২০২৫, হাইকোর্টের শেষ হয় ডিভিশন বেঞ্চে হয় শুনানি।প্রাথমিকের চাকরি বাতিল মামলা প্রসঙ্গে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের পর্যবেক্ষণ, "আমাদের শিশুরা যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের থেকে শিক্ষা পাচ্ছেন কিনা সেটা জানতে চাই আমরা।

আমরা হাইকোর্টের নির্দেশে কোনও স্থগিতাদেশ দিচ্ছি না। যাঁরা চাকরি করছিলেন তাঁরা চাকরি করবেন। আমরা জানতে চাই চাকরি পাওয়া কতজন শিক্ষক টেট পাশ।"

কলকাতা হাই কোর্ট ২০১৪ সালে শুরু হওয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিযুক্ত ৩২ হাজার জনের চাকরি বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই রায়ের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন মামলাকারী বঞ্চিতরা। এবার সেই মামলাই গ্রহণ করল আদালত।

২০২৩ সালের ১২ মে কলকাতা হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি এবং বর্তমান বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং কলকাতা হাইকোর্টে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। সেখানেও সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল ছিল। পরে সরকার, পর্ষদ এবং কর্মরত শিক্ষকরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেখানেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়ে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। এরপর মামলা ফের ঘুরে আসে কলকাতা হাইকোর্টে।

ভারত-নেদারল্যান্ডস কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপরেখা [২০২৬-২০৩০]

(দ্বিতীয় পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিনিয়োগ কমিটির' (জেটিআইসি) বার্ষিক বৈঠকগুলোকে কাজে লাগিয়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বাজার প্রবেশাধিকার এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তি, টেলিযোগাযোগ, সামুদ্রিক খাত, পরিকাঠামো ও নগর উন্নয়ন, উদ্ভাবন, ইলেকট্রনিক্স, সেমিকন্ডাক্টর, কৃষি, ঔষধ ও চিকিৎসা প্রযুক্তি, জৈব রাসায়নিক, বস্ত্রশিল্প, লোহা ও ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের মতো উচ্চ সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্য অর্জনে উভয় পক্ষের কোম্পানিগুলোর মধ্যে যৌথ উদ্যোগ, শিল্প অংশীদারিত্ব এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মাধ্যমে সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হবে।

খ. শিল্প ও অর্থনৈতিক সমিতি এবং বাণিজ্য চেম্বারগুলোর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে, একে অপরের বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং ব্যবসায়িক ফোরাম আয়োজনের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবে।

গ. বিনিয়োগ সহজতর করবে এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের লক্ষ্যে গঠিত দ্বিপাক্ষিক দ্রুত নিষ্পত্তিকারী ব্যবস্থার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করবে।

ঘ. সরবরাহ শৃঙ্খলের বৈচিত্র্যায়নের লক্ষ্যে, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের সমগ্র মূল্য শৃঙ্খল জুড়ে একটি দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত যৌথ অংশীদারিত্বের সুযোগ অন্বেষণ ও তা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এই উদ্যোগটি 'গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ, অনুসন্ধান, গবেষণা ও উদ্ভাবন, মূল্য শৃঙ্খলের একত্রীকরণ, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা, বৃত্তাকার অর্থনীতি, ইএসজি মানদণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন'-এর ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় পরিচালিত হবে।

ঙ. নবায়নযোগ্য শক্তি, টেকসই কৃষি, সামুদ্রিক খাত, পরিকাঠামো, ঔষধশিল্প, মেডটেক এবং উচ্চ-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মতো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোতে ভারত ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে চিহ্নিত পারস্পরিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে। এই লক্ষ্যে, উভয় পক্ষই ব্যবসা-থেকে-ব্যবসা (বি টু বি) সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান করবে; যৌথ উদ্যোগ ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে সমর্থন জানাবে; এবং জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যকার সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে। টেকসই প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থিতিস্থাপক মূল্য শৃঙ্খলকে এগিয়ে নিতে - ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে, বিনিয়োগ সুবিধা

ক্রমশঃ

(২ পাতার পর)

ফালাকাটায় আর্থিক সঙ্কটে থমকে পুর পরিষেবা, বিপাকে নাগরিক ও ঠিকা শ্রমিকরা

ফলে হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় জরুরি পরিষেবাগুলিও চালানো সম্ভব হচ্ছে না।পুরসভা সূত্রে আরও জানা যায়, ওয়ার্ড গুলিতে প্রায় শতাধিক ঠিকা শ্রমিক দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করতেন। তবে গত প্রায় দু'মাস ধরে কাজ না পাওয়ায় চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন তাঁরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শ্রমিকের কথায়, দীর্ঘদিন কাজ না থাকায় সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে।এদিকে ফালাকাটা শহরের বিভিন্ন এলাকায় আবর্জনা জমে থাকায় পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা বাড়ছে। মশার উপদ্রবও বৃদ্ধি পেলেও বন্ধ রয়েছে স্প্রে করার কাজ।

তিলজলার তাণ্ডবকারীদের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডিসি অফিসে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, গতকালই পার্ক সার্কাসসেভেন পয়েন্টে জমায়েত করে একদল বিক্ষোভকারী। মাইকে নমাজ, কোরবানি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে সরকারি নীতির বিরোধিতায় এই জমায়েত হয়। সেই বিক্ষোভ সংঘর্ষে পরিণত হয়। এই আবহে পুলিশ কড়া হাতে বিক্ষোভকারীদের দমন করে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি কেন্দ্রের কাছে আবেদন করব, এখানে যেন অতিরিক্ত সিআরপিএফ এখনও মোতায়েন থাকে, নয়ত আমাদের লোকবল একটু কম। এই তাণ্ডব করা মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। পার্ক সার্কাস সহ যেখানেই এই সব ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই জিরো টলারেন্স নীতি সরকারের।' তিনি আরও বলেন, 'এটা আগের সরকারের মত নয়, পুলিশের হাত পা বেঁধে রেখে দেবে, এমন হবে না। পুলিশের গায়ে হাত দেলে আমরা শেষ পর্যন্ত যাব। পুলিশকে বলব, আপনারা আইন অনুযায়ী চলুন। কে কোন ধর্ম, কে কোন দল, কে কোন প্রভাবশালীর ঘনিষ্ঠ, এই সব দেখবেন না।'এদিকে পাথর ছোড়ার ঘটনায় জখম হন বহু পুলিশকর্মী। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী ডিসি অফিসে গিয়ে পুলিশের প্রশংসা করেন। সঙ্গে ধর্মের নামে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা ব্যক্তিদের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ধর্মীয় স্লোগান তুলে কোনও বিক্ষোভ দেখালে তাঁর থেকে খারাপ পুলিশমন্ত্রী আর কেউ হবে না। শুভেন্দু জানান, পরিকল্পিত ভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে পার্ক সার্কাসে।

শুভেন্দু অধিকারী আজ জানান, হিংসায় জড়িত ৪০ জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। এরই সঙ্গে তিনি জানান, পুলিশ কমিশনার নিজে এই মামলার ওপর নদরদারি চালাচ্ছেন। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'আপনাদের শেষবারের মত হুঁশিয়ার করছি। এটাই যেন আপনাদের তরফ থেকে এই ধরনের শেষ ঘটনা হয়। আর যেন এমনটা না ঘটে আর।' এদিকে শুভেন্দু বলেন, 'আমি পুলিশের পাশে আছি। পুলিশের গায়ে হাত দেওয়ার বিষয়টিকে আমাদের সরকার কোনওমতেই তা মেনে নেবে না।' তিনি বলেন, 'কাশ্মীরে পাথর ছোড়া বন্ধ হয়েছে, এখানেও হয়ে যাবে।'

সিনেমার খবর

বিজেপিকে অভিনন্দন জানালেন তৃণমূলের দেব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর সরকার গঠনের পথে থাকা ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) অভিনন্দন জানিয়েছেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। নতুন সরকারের প্রতি ইতিবাচক বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্প ও নিজের নির্বাচনী এলাকার দীর্ঘদিনের দাবি নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি।

বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় দেব বলেন, বাংলায় নতুন সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পাওয়ায় বিজেপি-কে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, এই সরকার আমাদের রাজ্যের অগ্রগতি, শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে এবং সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর যাতে শোনা যায়, তা নিশ্চিত করবে।

জনপ্রতিনিধি হওয়ার পাশাপাশি অভিনয়জগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত দেব বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও তার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। নতুন সরকারের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যেন ঐক্য ও শৈল্পিক স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখেন। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ভেতরে যে নিষেধাজ্ঞা ও বিভাজনের সংস্কৃতি রয়েছে, তা যেন এবার অতীত হয়ে যায়। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, চলচ্চিত্র বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর এর প্রকৃত বিকাশ সম্ভব কেবল পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মিলিত অগ্রগতির মাধ্যমেই।

এ ছাড়া নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র ঘাটালের দীর্ঘদিনের সমস্যা মেটাতেও নতুন সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন এই তারকা সাংসদ। তিনি বলেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান সম্পন্ন করার বিষয়ে আমি নতুন সরকারের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। ঘাটালের মানুষের কাছে এটি একটি দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ও সময়ের দাবি। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এটি আসলে মানুষের জীবন রক্ষা এবং জীবিকা নিশ্চিত করার লড়াই।

রাজনীতির ময়দানে মতভেদ থাকলেও রাজ্যের স্বার্থে এবং মানুষের উন্নয়নে নতুন সরকারের সঙ্গে গঠনমূলক সহযোগিতার ইঙ্গিত দিয়েছেন তৃণমূলের এই প্রভাবশালী নেতা।

বিজয়ের জয়ে যা বললেন বর্ষীয়ান অভিনেতা রজনীকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির অভিনেতা-রাজনীতিবিদ থালাপতি বিজয়ের রাজনৈতিক দল তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে) সাফল্যে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে চমকপ্রদ ফল প্রদর্শন করেছে। প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নিয়েই রাজ্যের বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে টিভিকে। তার এ জয়ের পর আরেক দক্ষিণী কিংবদন্তি অভিনেতা রজনীকান্ত বিজয়ের বিজয়কে শুভেচ্ছা আর ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন।

প্রথমবারের মতো নির্বাচনে এসে ভূমিধস জয় পেয়েছেন থালাপতি বিজয়। তার এ জয়ে বিনোদন জগতের তারকারা তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। বর্ষীয়ান অভিনেতা কমল হাসান, রাশমিকা মান্দানা, মডেল-অভিনেত্রী পূজা হেগড়ে, এআর রহমানসহ অনেক তারকা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিশেষ করে থালাপতি বিজয়ের জয়ে কিংবদন্তি অভিনেতা রজনীকান্ত সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন। সেই পোস্টে বিজয় ও তার দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ বর্ষীয়ান অভিনেতা পোস্টে লিখেছেন—জনগণের আস্থা অর্জন করে এই জয় সত্যিই প্রশংসনীয়।

থালাপতি বিজয়ের এই সাফল্য শুধু রাজনৈতিক নয়, দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রায় তিন দশকের চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার ছেড়ে রাজনীতিতে পা রাখা থালাপতি বিজয়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিশ্লেষকদের মতে, এই জয় তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে।

উল্লেখ্য, তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে ২৩৪ আসনের মধ্যে ১০৮ আসনে জয় পেয়ে টিভিকে রাজ্যের সবচেয়ে বড় দল হিসেবে উঠে এসেছে। যদিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য টিভিকের প্রয়োজন ছিল ১১৮ আসন। তবু এই ফলকে বড় রাজনৈতিক উত্থান হিসেবে দেখা হচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

চলতি মাসে মুক্তি পাচ্ছে সোনাক্ষী-জ্যোতিকার 'দ্য সিস্টেম'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ও দক্ষিণী অভিনেত্রী জ্যোতিকার অভিনীত 'দ্য সিস্টেম'-এর ওটিটিতে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ছবিটি কোর্টরুম ড্রামাটির প্রতি নতুন করে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

প্রাইম ভিডিও প্রযোজিত এই চলচ্চিত্রটিতে কীভাবে বিচার প্রায়শই আদালতের বাইরে কার্যকর হয় তা তুলে ধরা হবে।অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারি পরিচালিত এই প্রজেক্টটি আইনি টানাপোড়েনের সঙ্গে সামাজিক ভাষ্যকে মিশ্রিত করেছে, যেখানে ক্ষমতা, বিশেষাধিকার এবং নৈতিক দ্বন্দ্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

নির্মাতারা নিশ্চিত করেছেন, 'সিস্টেম' ভারতজুড়ে এবং ২৪০টিরও বেশি দেশে শুধুমাত্র প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিম করা হবে। চলচ্চিত্রটিকে প্ল্যাটফর্মটির জন্য একটি বড় বৈশ্বিক মুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বুধবার (৬ মে) এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

যদিও আনুষ্ঠানিক তারিখ এখন প্রকাশ করা হয়েছে, চলচ্চিত্রটি এই মাসের শেষের দিকে দর্শকদের কাছে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে একটি শক্তিশালী কোর্টরুম আখ্যানের সন্ধানে থাকা দর্শকদের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি করছে।ছবিটির কেন্দ্রে রয়েছেন সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত সরকারি আইনজীবী নেহা রাজবংশ, যিনি জ্যোতিকা অভিনীত আদালতের স্টেনোগ্রাফার সারিকা রাওয়াতের সঙ্গে এক অপ্রত্যাশিত জুটি গড়ে তোলেন।

নির্মাতাদের মতে, এই আখ্যান এমন এক জগৎকে তুলে ধরে, যেখানে সত্যের পাশাপাশি প্রভাব দ্বারাও ন্যায়বিচার নির্ধারিত হয়, যা এর চরিত্রদের অস্বস্তিকর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে বাধ্য করে।

প্রাইম ভিডিও ইন্ডিয়ার অরিজিনালস বিভাগের প্রধানের মতে, চলচ্চিত্রটি একটি আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচারকে তুলে ধরতে চায়। প্রযোজকরা উল্লেখ করেছেন, গল্পটি দুটি ভিন্ন জগতের মধ্যে দিয়ে চলা দুই শক্তিশালী নারীকে একত্রিত করেছে। যা আগামী ২২শে মে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পেতে চলেছে।

‘থালাপতি’ ভেঙ্কটেশের প্রত্যাবর্তন, লড়েও ট্র্যাজিক হিরো শশাঙ্ক!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সেই শশাঙ্ক সিং, সেই পাঞ্জাব বনাম আরসিবি। ২০২৫ আইপিএল ফাইনালেও একা লড়েছিলেন শশাঙ্ক। কিন্তু ভুবনেশ্বর কুমারের ১৮তম ওভার কার্যত শেষ করে দিয়েছিল পাঞ্জাব কিংসের ট্রফি জয়ের আশা। ৬ রানে জিতে প্রথমবারের জন্য আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয় আরসিবি। গতকালও তাই হল। শশাঙ্ক লড়লেন, কিন্তু দলকে জেতাতে পারলেন না। ফলে, পাঞ্জাব কিংসকে ২৩ রানে হারিয়ে ২০২৬ আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করল কোহলির ছেলেরা।

গতকাল টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পাঞ্জাব ক্যাপ্টেন শ্রেয়স। এই ম্যাচে খেলেননি রজত পাতিদার। আরসিবিকে নেতৃত্ব দিলেন জিতেশ শর্মা। ৭ বলে ১১ রান করে আউট হলেন বেথেল। হরপ্রীত বারের বলে বোল্ড হলেন তিনি। তবে গতকালও বড় রান করলেন বিরাট। ৩৭ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেললেন তিনি। দেবদত্ত পাদিক্কালও রান পেলেন। ২৫ বলে ৪৫ করলেন দেবদত্ত। একই সঙ্গে বলা দরকার, আইপিএলে ক্রমাগত ভাল খেলছেন তিনি। তবে যাঁর কথা বলতেই হয়, তিনি ভেঙ্কটেশ আইয়ার। ৪০ বলে ৭৩ রানের ইনিংস খেললেন এই ‘প্রাক্তন নাইট’। এই আইপিএলে এই নিয়ে তৃতীয়বার মাঠে নামলেন ভেঙ্কটেশ, এবং বুঝিয়ে দিলেন তাঁর উপরে আস্থা রেখে আরসিবি ম্যানেজমেন্ট ভুল করেনি। অর্ধ শতরান করে তামিল অভিনেতা ও বর্তমানে তামিলনাড়ুর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়ের স্টাইলে সেলিব্রেট করতে দেখা গেল ভেঙ্কটেশকে। একই সঙ্গে বলতে হয় টিম ডেভিডের কথাও। ১২ বলে ২৮ রানের ইনিংস খেললেন ডেভিড। তাঁদের দৌলতেই ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২২ রান তোলে আরসিবি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে পাঞ্জাব। ০ রানে আউট হন প্রিয়াংশ আর্য। ব্যর্থ অধিনায়ক শ্রেয়স (১) ও প্রভসিমরনও (২)। রান পেলেন কুপার কনোলি (৩৭)। সূর্যাংশ (৩৫), স্টোইনিস (৩৭), শশাঙ্করা (৫৬) রান পেলেও নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে পাঞ্জাব, যা আরও সুবিধা করে দেয় আরসিবির। ২০ ওভারে ১৯৯ রানই তুলতে পেরেছে পাঞ্জাব। এর ফলে আরসিবি যেমন ১৮ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলল, তেমনই টানা ৬ ম্যাচ হেরে কার্যত বিদায়ের দোরগোড়ায় পাঞ্জাব।

প্রথমে টানা ৬ ম্যাচ জয় থেকে এখন টানা ৬ ম্যাচ হার। পাঞ্জাবের আইপিএল যাত্রা যেন কার্যত এক ‘রোলার কোস্টার রাইড’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিনও ৩ উইকেট পেলেন রশিখ সালাম দার। ২ উইকেট পেলেন ভুবনেশ্বর। একই সঙ্গে ২৪ উইকেট নিয়ে এখনও পার্পল ক্যাপ রয়েছে তাঁর মাথাতেই। তবে শেষ ম্যাচে পাঞ্জাবকে বড় ব্যবধানে জিততেই হবে লখনৌয়ের বিরুদ্ধে, শুধু জিতলেই হবে না, আশা করতে হবে চেন্নাই ও রাজস্থান যেন নিজেদের বাকি ২ ম্যাচ হেরে যায়। নাহলে দারুন শুরু করেও আইপিএল যাত্রা শেষ হয়ে যাবে শ্রেয়সদের।

নিষেধাজ্ঞার কবলে আর্জেন্টাইন তারকা

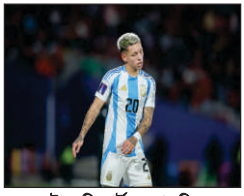

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গালি দেওয়ার অভিযোগে ছয় ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছেন আর্জেন্টিনার তরুণ ফুটবলার জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ান্নি। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা যে শাস্তি দিয়েছিল, তা বহাল রেখেছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা। ফলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে, বিশেষ করে বিশ্বকাপে তার অভিষেক নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

দুই সপ্তাহ আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এক ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিউস জুনিয়রকে উদ্দেশ করে মৌখিকভাবে অপমানজনক মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে প্রেস্তিয়ান্নির বিরুদ্ধে। ম্যাচ চলাকালে জার্সি দিয়ে মুখ ঢেকে ওই মন্তব্য করেছিলেন তিনি বলে জানা যায়।

এই ঘটনার পর তাকে ছয় ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করে উয়েফা, যার মধ্যে তিন ম্যাচ স্থগিত রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে ফিফা এক বিবৃতিতে জানায়, এই নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক ম্যাচেও কার্যকর হবে। ফলে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার বাইরে বিশ্বকাপেও এর প্রভাব পড়বে।

এদিকে আর্জেন্টিনা দলের কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি এখনো তাকে দলে রাখার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি। শিরোপাধারী আর্জেন্টিনা আগামী ১৭ জুন কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। এরপর ২২ জুন টেক্সাসের আর্লিংটনে তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া। গ্রুপের অপর দল জর্ডান।

পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি বছরের শেষের দিকে পাকিস্তানের আয়োজনে একটি ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে অংশ নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা। সিরিজে স্বাগতিক পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে এবং ইংল্যান্ডের অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট আনুষ্ঠানিকভাবে এই আয়োজনে যোগ দিতে সম্মত হয়েছে এবং ইংল্যান্ডের অংশগ্রহণও প্রত্যাশিত। সূচি চূড়ান্ত করার জন্য নিজ নিজ ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে আলোচনা চলছে।

এই ত্রিদেশীয় সিরিজটি চলতি বছরের অক্টোবর ও নভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ম্যাচগুলোর সম্ভাব্য ভেন্যু হিসেবে লাহোর ও করাচিকে বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ওয়ানডে সিরিজের আগে শ্রীলঙ্কা দল টি-টোয়েন্টি ম্যাচসহ অতিরিক্ত সীমিত ওভারের ম্যাচ খেলতে পারে। সময়সূচী সংক্রান্ত চুক্তির ওপর নির্ভর করে এই বৃহত্তর সফরসূচিতে একটি টেস্ট সিরিজ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

ক্রিকেট বিশ্লেষকরা মনে করেন, প্রস্তাবিত এই সিরিজটি পরবর্তী বিশ্বকাপের আগে অংশগ্রহণকারী সকল দলকে মূল্যবান ম্যাচ অনুশীলন এবং কৌশলগত প্রস্তুতির সুযোগ করে দেবে, বিশেষ করে উপমহাদেশীয় পরিবেশে। পাকিস্তান এর আগেও সফলভাবে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করেছে এবং কর্মকর্তারা আশাবাদী, আসন্ন এই আয়োজনটি শুধু দলের প্রস্তুতিকেই শক্তিশালী করবে না, বরং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আয়োজক হিসেবে দেশটির ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি করবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR